# “তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসি এর অবচয় তহবিল নীতিমালা-২০২৫”

## তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসি

১০৫, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ,
কাওরান বাজার বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

# "তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসি এর অবচয় তহবিল নীতিমালা-২০২৫"

## ১। পটভূমি:

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসি এর প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৬৪ সালের ২০ নভেম্বর হতে এ পর্যন্ত গ্যাস বিতরণ কোম্পানি হিসেবে দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাস চাহিদা পূরণে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ করে আসছে। দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাস চাহিদা পূরণকল্পে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিতকরণে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসি এর মালিকানাধীন অতি পুরাতন ডিআরএস ও টিবিএস পাইপলাইনসহ পুরাতন পাইপলাইন প্রতিস্থাপন ও আধুনিকায়ন জরুরি হয়ে পড়েছে। নতুন উন্নতর সম্পদ ক্রয় অথবা প্রতিস্থাপনের সময় অর্থ সরবরাহের উদ্দেশ্যে, প্রত্যেক আর্থিক বছরের চূড়ান্ত হিসাবের আয়-ব্যয় হিসাবে ধার্যকৃত অবচয়ের সমপরিমাণ অর্থ দ্বারা "তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসি এর অবচয় তহবিল" নামে একটি তহবিল গঠন করা প্রয়োজন।

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসি নিম্নবর্ণিত শর্তানুযায়ী একটি অবচয় তহবিল গঠন ও পরিচালনার জন্য "তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসি এর অবচয় তহবিল নীতিমালা, ২০২৫" জারি করা হলো।

## ২। শিরোনাম:

এই নীতিমালা "তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসি এর অবচয় তহবিল নীতিমালা, ২০২৫" নামে অভিহিত হবে।

## ৩। সংজ্ঞা:

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকলে, এই নীতিমালায় বর্ণিত বিষয়সমূহের অর্থ বা সংজ্ঞা নিম্নরূপ হবে:

**(ক) "অবচয়"** অর্থ পেট্রোবাংলার কর্পোরেট অ্যাকাউন্টিং ম্যানুয়াল অথবা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) কর্তৃক প্রণীত ও বাস্তবায়িতব্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতির ম্যানুয়ালে উল্লিখিত অবচয় হার ও পদ্ধতি অনুযায়ী পরিচালন সম্পদের ওপর ধার্যকৃত বার্ষিক অবচয়কে বুঝাবে। তবে, এ সংক্রান্ত বিষয়ে পেট্রোবাংলার কর্পোরেট অ্যাকাউন্টিং ম্যানুয়াল অথবা বিইআরসি ম্যানুয়াল এর সাথে International Financial Reporting Standards (IFRSs) এবং International Accounting Standards (IASs) সাংঘর্ষিক হলে IFRSs ও IASs ই প্রাধান্য পাবে।

**(খ) "বিনিয়োগযোগ্য অর্থ"** অর্থ অনুচ্ছেদ-৫ অনুযায়ী নির্ধারিত অর্থের পরিমাণ।

**(গ)** "কোম্পানি" অর্থ তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসি।

**(ঘ)** "বিনিয়োগ" অর্থ বিনিয়োগযোগ্য অর্থের বিপরীতে বিনিয়োগকৃত অর্থ।



CamScanner

**(ঙ)** "পরিচালন **সম্পদ (Operating Asset)**" অর্থ ডিআরএস, টিবিএস, বিল্ডিং এবং অন্যান্য স্থাপনা, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জামাদি ইত্যাদি (তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এণ্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসি এর হিসাব ডিভিশন কর্তৃক সম্পদ রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত সকল সম্পদসমূহ), গ্যাস বিতরণের জন্য প্রতিস্থাপিতব্য অথবা নতুনভাবে সংযোজনের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ; যা এ কোম্পানির গ্যাস সঞ্চালন, বিতরণ ও এতদসংক্রান্ত কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত রাখবে।

**(চ)** "**বোর্ড**" অর্থ তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসি এর পরিচালনা পর্ষদ।

**(ছ)** "**Debt Service Liability (DSL)**" অর্থ পরিসম্পদ ক্রয়ের জন্য গৃহিত ঋণ।

**৪। অবচয় তহবিলের বিপরীতে বিনিয়োগের উদ্দেশ্য:**

**(ক) জ্বালানি** চাহিদা পূরণের স্বার্থে গ্যাস বিতরণ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে কোম্পানির পরিচালন সম্পদ প্রতিস্থাপন ও নতুন সম্পদ সংযোজনের সময় অর্থ সরবরাহ নিশ্চিতের উদ্দেশ্যে কোম্পানির অভ্যন্তরে একটি তহবিল গঠন করা প্রয়োজন।
**(খ)** পরিচালন সম্পদ প্রতিস্থাপন ও নতুন সম্পদ সংযোজনের জন্য সময়ে সময়ে প্রবর্তিত সরকারি নির্দেশনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে অর্থ সরবরাহ প্রস্তুত রাখার লক্ষ্যে উক্ত তহবিল গঠন ও পরিচালনা করা আবশ্যক।

**৫। অবচয় তহবিলে বিনিয়োগযোগ্য অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ ও নির্দিষ্টকরণ:**

**(ক)** কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে বা অনুদানে বা ঋণের মাধ্যমে সংগৃহিত অথবা আহরিত বিভিন্ন স্থায়ী সম্পদের উপর যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও হারে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ধার্যকৃত মোট ক্রমপুঞ্জিভূত অবচয়ের সমপরিমাণ অর্থ হতে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে নতুনভাবে সংযোজিত স্থায়ী সম্পদের ক্রয়মূল্য বাদ দিয়ে যে পরিমাণ অর্থ অবশিষ্ট থাকবে, সেই পরিমাণ অর্থ দ্বারা প্রাথমিকভাবে অবচয় তহবিলে বিনিয়োগযোগ্য অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে।

**(খ)** পরবর্তী অর্থবছরসমূহে কোম্পানির স্থায়ী সম্পদের ওপর ধার্যকৃত বার্ষিক অবচয়ের সমপরিমাণ অর্থ বিনিয়োগযোগ্য অর্থ হিসেবে বিবেচিত হবে ।

**৬। অবচয় তহবিলে বিনিয়োগযোগ্য অর্থের বিনিয়োগ:**

**(ক)** কোম্পানির সকল পরিচালন ব্যয় এবং লভ্যাংশ পরিশোধের পর, সাধারণ তহবিলে পর্যাপ্ত অর্থ থাকা সাপেক্ষে বিনিয়োগযোগ্য অর্থ বিনিয়োগ করা হবে।

**(খ)** যদি সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে সাধারণ তহবিলে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকে, সেক্ষেত্রে বিনিয়োগযোগ্য অর্থ পরবর্তী অর্থ বছরসমূহে বিনিয়োগ করা যাবে।

**(গ)** বিনিয়োগযোগ্য অর্থ হতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে, বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা করে বিনিয়োগের বিষয়ে সুপারিশ করবে।



CamScanner

**(ঘ)** বিনিয়োগযোগ্য অর্থ স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগের বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ হতে সময়ে সময়ে জারিকৃত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

**(ঙ)** এই নীতিমালার অধীনে বিনিয়োগকৃত অর্থ স্বতন্ত্র আইনি সত্তা হিসেবে বিবেচিত হবে না। অবচয় **তহবিলের** বিপরীতে বিনিয়োগকৃত সকল অর্থ কোম্পানির সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে। উক্ত বিনিয়োগকৃত অর্থ হতে উপচিত (accrued) বা উদ্ভূত (arised) আয় কোম্পানির আয় হিসেবে পরিগণিত হবে। বিনিয়োগকৃত পুঞ্জিভূত অর্থ প্রযোজ্য IFRSs ও IASs অনুসারে কোম্পানির বার্ষিক আর্থিক বিবৃতিতে প্রদর্শিত হবে।

## ৭। তহবিল ব্যবস্থাপনা:

অবচয় তবিলের সঠিক ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য নিম্নোক্ত পদধারী কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে ৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হবে। কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনের ভিত্তিতে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাবে।

| ক্রমিক নং | কর্মকর্তাগণের তালিকা | কর্মকর্তাগণের পদবি |
|---|---|---|
| (ক) | মহাব্যবস্থাপক (হিসাব) | আহবায়ক |
| (খ) | মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন) | সদস্য |
| (গ) | মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) | সদস্য |
| (ঘ) | মহাব্যবস্থাপক (উন্নয়ন) | সদস্য |
| (ঙ) | উপ-মহাব্যবস্থাপক (কেন্দ্রীয় হিসাব) | সদস্য-সচিব |

কমিটির সুপারিশ এবং কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে তহবিল সৃজন, বিনিয়োগ ও ব্যবহার করতে পারবে।

## ৮। তহবিল ব্যবহার পদ্ধতি:

**(ক)** কোম্পানির গ্যাস সঞ্চালন, বিতরণ ও পরিচালনার জন্য পুরাতন, ব্যবহার অনুপযোগী, ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদ প্রতিস্থাপন অথবা নতুন পাইপলাইন ক্রয় ও সংযোজনের জন্য অবচয় তহবিলের অর্থ ব্যবহৃত হবে। অবচয় তহবিলের অর্থ পূর্বোক্ত সম্পদ ছাড়াও অন্যান্য পুরাতন, ব্যবহার অনুপযোগী বা ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদ প্রতিস্থাপন এবং নতুন সম্পদ সংযোজনের জন্যও ব্যবহার করা যাবে।

**(খ)** এ নীতিমালার আলোকে তহবিলের অর্থ ব্যবহারের লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট বিবেচনার জন্য হিসাব ডিভিশন প্রস্তাব পেশ করবে।

**(গ)** কোম্পানির সংশ্লিষ্ট ডিভিশন/ডিপার্টমেন্ট/শাখায় ফান্ড ব্যবহার করতে চাইলে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করে, হিসাব ডিভিশনের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট প্রস্তাব পেশ করবে:

(অ) সম্পদের বর্ণনা;
(আ) প্রতিস্থাপন অথবা নতুন সংযোজনের কারণ;
(ই) বাজেট বরাদ্দের বর্ণনা ও হিসাব এবং
(ঈ) বিনিয়োগযোগ্য অর্থ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক চাহিদাকৃত সংশ্লিষ্ট অন্য যে কোন তথ্য।

**(ঘ)** বিনিয়োগযোগ্য অর্থ ব্যবস্থাপনা কমিটি পেশকৃত প্রস্তাবনায় নিম্নোক্ত বিষয়ে পরীক্ষা করবে:

(অ) যথাযথভাবে তহবিল সৃষ্টি;

(আ) লাভজনক ও নিরাপদ বিনিয়োগ নিশ্চিতকরণ এবং

(ই) বিনিয়োগকৃত অর্থের কার্যকর ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

**৯। হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতি:**

**(ক)** বিনিয়োগকৃত পুঞ্জিভূত অর্থ কোম্পানির সম্পদ হিসেবে বার্ষিক আর্থিক স্থিতিপত্রের বিবরণীতে প্রদর্শিত হবে। এক্ষেত্রে উক্ত সম্পদের আর্থিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রযোজ্য IFRSs ও IASs অনুসারে কোম্পানির বার্ষিক আর্থিক বিবৃতিতে প্রদর্শিত হবে।

**(খ)** তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ হতে উপচিত (accrued) বা উদ্ভূত (arised) সুদ বা মুনাফা কোম্পানির আয় হিসেবে এবং উক্ত আয় কোম্পানীর লাভ বা ক্ষতির বিবরণীতে প্রদর্শিত হবে।

**(গ)** সাধারণ তহবিল হতে বিনিয়োগযোগ্য অর্থ স্থানান্তর একটি অভ্যন্তরীণ লেনদেন হিসেবে বিবেচিত হবে।

**১০। নীতিমালা সংশোধন, সংযোজন ও অনুমোদন:**

এই নীতিমালা কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন যোগ্য হবে।

মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন)

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসি

শাহনেওয়াজ পারভেজ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
তিতাস গ্যাস টি এণ্ড ডি পিএলসি



CamScanner